যায়যায়দিন

তারিখ 7 MAY 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

যাযাদি রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এই উদ্যোগ কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে মুসলিম বিশ্বের পশ্চাৎপদতা মুসলিম দেশগুলোর সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলছে। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নতুন নতুন উদ্ভাবন এ দেশগুলোকে খাদ্য, পানি ও জ্বালানি নিরাপত্তাহীনতা থেকে উত্তরণে ব্যাপকভাবে সাহায্য করতে পারে।

তিনি সোমবার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ইসলামিক ওয়ার্ল্ড একাডেমি অব সায়েন্সের (আইএএস) ১৯তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন।

আইএএস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এবং বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্স (বিএএস) যৌথভাবে পাঁচ দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

ওআইসির মহাসচিব একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, আইএএস সভাপতি আবদেল সলাম মাজালি ফিয়াস, বিএএস সভাপতি প্রফেসর আহমেদ এ আজাদ ও ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে আইএএস'র প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক প্রিন্স এল হাসান ইবন তালাল ও আইএএস'র পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারির পৃথক পৃথক বাণী পাঠ করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শুধু ব্যয় সাশ্রয়ই নয়, এটি এক দ্রুত, নিরাপদ এবং স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অভিজ্ঞতার বিনিময় এবং আইসিটি ক্ষেত্রে সক্ষমতা উন্নয়নে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ ইসলামী বিশ্বকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। শিল্পোন্নত দেশগুলোর উত্থানের পেছনে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। সমসাময়িক বিশ্বে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ক্রমান্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করছে। আগামী দিনগুলোতে ওআইসিভুক্ত বেশিরভাগ দেশকেই অর্থনৈতিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জ্ঞানের অন্বেষণ ইসলামিক মূল্যবোধের অন্যতম উপকরণ। প্রকৃতপক্ষে মৌলিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল মুসলমানদের স্বর্ণযুগে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মুসলমান বিজ্ঞানী এবং পণ্ডিতদের অবদান অপরিসীম। জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ ভৌতবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা মুসলিম বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন ও তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।